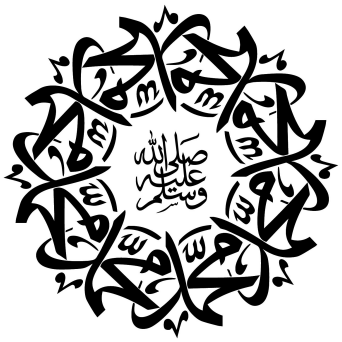

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

Revised edition, 2023

مكتبة الفرقان

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদাঙ্ক অনুসরণ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর পবিত্র জীবন ও শিক্ষা

তারিক রমাদান

অনুবাদ

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সীরাত | রাসূলুল্লাহ সা.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৬–২০২৩ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় প্রকাশ : রজব ১৪৪৪/ফেব্রুয়ারী ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : জমাদিউস সানি ১৪৩৭/এপ্রিল ২০১৬
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : মাওলানা আব্দুল কাদীর
ISBN : 978-984-91176-9-8

মূল্য : ৳ ৪০০ (চার শত টাকা) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

অনেকে শিক্ষা, যোগ্যতা এবং জ্ঞানে পরিমাপের পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পরিমাপক হয়ে ওঠেন। তবে যেহেতু এ ধরনের পরিমাপক থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি ব্যক্তির অভিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে, এজন্য সবাই এ পরিমাপকের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেন না। ইসলামের মূল্যবোধ এখন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ভৌগলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এ অনভিপ্রেত পরিস্থিতির কারণে দেশ পাল্টালেই দ্বীনের ধরন, বিশেষভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিফলন, পাল্টে যায়। মুশকিল হচ্ছে, সবাই সঠিকতার দাবী করে এবং এর বিপরীত কোনো কিছু শুনতেও চায় না। ইসলাম একটি সামগ্রিক ধর্ম, পরম সত্য এবং এ সত্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন মত ও পথকে অনুমোদন দেয়। এজন্য সমকালীন মুসলিম স্কলারগণ এ বিষয়গুলোতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি রেখে বিনয়ী ও আন্তরিক আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদিত সীমারেখায় মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ কমিয়ে আনতে সচেষ্ট। এরকম একজন সচেষ্ট মানুষ, পাশ্চাত্যের ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং একজন পরিমাপক হচ্ছেন তারিক রমাদান।

জন্ম ১৯৬২ সালে। সুইজারল্যাণ্ডে। ইউরোপের আকণ্ঠ সংস্কৃতির ভেতর তার বেড়ে ওঠা। দর্শন শাস্ত্রে এমএ করেছেন, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজের উপর পিএইচডি করেছেন, আবার কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওয়ান-টু-ওয়ান (এককভাবে) ক্লাসিক্যাল ইসলামিক স্কলারশীপে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (ফিকহ, তাফসীর, হাদীস ইত্যাদি সাতটি বিষয়ে সনদ লাভ করেছেন)। তিনি সুইজারল্যান্ডের ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর ইসলামিক স্টাডিজ এবং দর্শনশাস্ত্র পড়িয়েছেন। বর্তমানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে *Contemporary Islamic Studies* এর প্রফেসর। সেখানে দর্শনশাস্ত্রও পড়ান। আধুনিক পৃথিবীতে স্বীকৃত মুসলিম দার্শনিক খুব বেশি দেখা যায় না। সুতরাং ধর্মীয় পরিসরে পরিমাপক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন, বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। পাশ্চাত্যে তাকে 'তারিক রমাদান, দি ইনক্রিডিবল' হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এরকম ব্যক্তির কাছ থেকে ইসলামের কথা শোনা ভিন্ন অভিজ্ঞতা। কথায় দর্শনের ছাপ। সহজ কথা হয়ে ওঠে অসাধারণ। অভিব্যক্তিও বিশেষ ধরণ লাভ

করে। যা সহজবোধ্য, তবে সহজে হৃদয়াঙ্গম করা কঠিন। গভীর চিন্তাশীলতা না থাকলে তার কথা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা সম্ভব। এজন্য ইমাম গাযালী কিংবা পূববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের পথ বা মতকে যেমন বর্তমান কোনো অভিজ্ঞ শায়েখের পরামর্শ ছাড়া আমল করতে উৎসাহিত করা হয় না, তেমনি পাশ্চাত্যের ইসলামিক স্কলারদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রেও একই বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন রয়েছে।

ইতিমধ্যে লেখা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তারিক রমাদান পাশ্চাত্যে মুসলিমদের সমসাময়িক সমস্যা সমাধানে এবং বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে সমুন্নত রাখতে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তিনি শিক্ষাকেন্দ্রে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে একইভাবে কাজ করছেন, সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে নাগরিকত্বের নীতিমালা, সামাজিক অবস্থান এবং সভ্যতার উন্নতির উপর বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও মূল কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি ইউরোপিয়ান মুসলিম নেটওয়ার্কের বিখ্যাত চিন্তাবিদ এবং প্রেসিডেন্ট। তারই একটি প্রসিদ্ধ কিতাব, *In the Footsteps of the Prophet Muhammad (pbuh)*। এর বাংলা অনুবাদ করে নাম রাখা হয়েছে, *রাসূলুল্লাহ সা.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ*। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী এত ব্যাপ্তিময় যে, তা কোনো কিতাবের পক্ষে ধারণ করা অসম্ভব। আর তার জীবনের শিক্ষাও অনুসন্ধিৎসুদের জন্য অনবরত আবিষ্কারের উৎস। এখানে তার জীবনের বেশিরভাগ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তবে তা সংক্ষিপ্ত, দ্ব্যর্থবোধক। ঘটনার পর্যালোচনা, আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রাপ্ত শিক্ষা, আধুনিক সমাজে তার প্রয়োগ ও যথার্থতা ইত্যাদিই প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। এ বইয়ের বক্তব্য একেবারে নতুন নয়। আবার প্রাচীনতার প্রাচীরে সীমায়িত নয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যতা এবং ভাষার শৈল্পিক ব্যবহার জ্ঞানের পরিশীলিত বোধকে ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করবে, ইসলামের শ্বাশত সৌন্দর্যকে উপলব্ধিতে সহায়তা করবে, ব্যক্তিকে আত্ম-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত করবে, এবং সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষায় অনুপাণিত করে তার উপর অন্তরের ঈমানকে কার্যকরী ও অর্থবহ করে তুলবে।

দর্শনশাস্ত্রের বই অনুবাদ করা কঠিন। এ কিতাবটি দর্শনশাস্ত্র নয়, তবে তা একজন দার্শনিকের লেখা। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত তা অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। এমনিতে আমি আলেম নই। অনুবাদের এ বিশাল কাজের উপযুক্তও নই। তবে আল্লাহ তাআলা এদেশের অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত

প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার তাওফিক দিয়েছেন। তার সোহবতের উসিলায় মনে হয়, আল্লাহ তাআলা দয়া করে এ অযোগ্যকে এ কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন। এটি প্রফেসর হযরতের কাছে একটি গ্রহণীয় কিতাব, ভালো কিতাব। সচেতনতার সাথে পাঠ করলে সব শ্রেণির পাঠকরাই এতে উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

অনেকেই এই কিতাবটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন। জনাব মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন সাহেব, জনাব নোমান আহমাদ খান সাহেব, জনাব শামসুস সলেহীন সাহেব, জনাব তৈয়বুর রহমান সাহেবসহ আরও অনেকে এ কিতাবের প্রুফ সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রকাশক ও অনুবাদক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১২০৩

০৪ এপ্রিল ২০১৬ ঈসায়ী

উৎসর্গ[১]

নাজমা

ভোরের স্নিগ্ধমান আলোয় লেখা এ বই
তুমি তখন আমার পাশে ছিলে, তোমার পায়ের শব্দে মুখরিত সিঁড়ি
তোমার দুষ্টুমি, হাসি আর নির্মল দৃষ্টি আমাকে ছুঁয়ে যায়।
তুমি ছুটে এসে আমার বাহুতে লুকিয়েছ মুখ
আমি তখন স্ক্রিন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তোমাতে নিবদ্ধ হয়েছিলাম
যদিও স্ক্রিনের লেখায় আটকে ছিল আমার সত্তা, মনন ও চিন্তা
রাসূলের অসীম মমতা ও ভালোবাসার আলোয়
তোমার আবেষ্টনে আমি তারই স্পর্শ পেয়েছি
রাসূল শিখিয়েছেন ক্ষমা, তুমি দিয়েছ নিষ্পাপ দৃষ্টি
হে আমার প্রিয় কন্যা, তোমার পথ উজ্জ্বল হোক,
হাসি এবং কান্নাতে তুমি আল্লাহর ভালোবাসা লাভ কর।
আমি তোমাকে ভালোবাসি।

মুনা আলী

আমেরিকান, অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি এবং অনিঃশেষ উপহার
শত কষ্টে নীরবতাকে মেনে নেওয়া এক ভিন্ন ব্যক্তিত্ব।
তুমি আমার চিন্তা ও প্রশ্নকে সঙ্গ দিয়েছ
আর বার বার পড়েছ আমার লেখা, নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছ
আমার সাধ্যেরও বেশি।
পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে অন্তরের বিশ্বস্ততায় আশ্বস্ত করেছ তুমি
রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।
আমি কিছুই ভুলিনি।

ক্লদি দাব্বাক

তোমার প্রতি আমার আগ্রহ এবং সম্মান
গভীর ভালোবাসায় আনত, অনবরত বিনয়ী।
অনুবাদকের আড়ালে যে গভীর যোগ্যতায় আসীন
এবং পশ্চিমা মুসলিমদের যে দিয়েছে অনেক—সে তুমিই।
তোমার নাম লেখকের কাজের আড়ালে লুকিয়ে থাকে
তোমার প্রতি আমাদের সবার ঋণ অনেক, বিশেষ করে আমার।
সবার পক্ষ থেকে, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে
তোমার প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

---

[১] মূল লেখক কর্তৃক যাদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১৩
ভূমিকা ১৫
প্রথম অধ্যায় : ঐশী প্রেরণা ২১
বংশ, স্থান ২১
ঈমানের পরীক্ষা : সন্দেহ এবং বিশ্বাস ২৪
এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : জন্ম এবং শিক্ষা ২৯
জন্ম ৩০
মরুভূমি ৩১
শিক্ষা এবং প্রকৃতি ৩২
বক্ষ বিদারণ ৩৬
একজন এতিম এবং তার পরম শিক্ষক ৩৮

তৃতীয় অধ্যায় : ব্যক্তিত্ব এবং আত্মিক জিজ্ঞাসা ৪১
পাদ্রী বুহাইরা ৪১
হিলফুল ফুযুল ৪২
সত্যবাদিতা এবং বিয়ে ৪৫
যায়েদ ইবনে হারিসা রা. ৪৭
কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ ৪৮
সত্যের অনুসন্ধান ৫০

চতুর্থ অধ্যায় : অহী, ঐশী জ্ঞান ৫২
ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল ৫৩
ঈমান, জ্ঞান ও বিনয় ৫৪
ঈমান, সদাচরণ এবং যন্ত্রণাভোগ ৫৬
নীরবতা, সংশয় ৫৭
খাদিজা রা. ৫৯
অহী, সত্য, একটি কিতাব ৬১

পঞ্চম অধ্যায় : দাওয়াত এবং প্রতিকূলতা ৬৩
প্রথম মুসলিমগণ ৬৩
প্রকাশ্যে দাওয়াত ৬৪
দাওয়াতের মূলনীতি ৬৬
আল্লাহর একত্ববাদ ৬৭
কুরআনের মর্যাদা ৬৮
নামায ৬৯
আখেরাত এবং শেষ বিচার দিবস ৭২
দুঃখযন্ত্রণা ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রতিরোধ, নির্যাতন এবং নির্বাসন ৮১
জিহাদ ৮৩
অনিশ্চয়তা ৮৭
প্রশ্ন ৯০
আবিসিনিয়া ৯৩
নাজাশীর দরবারে ৯৫

সপ্তম অধ্যায় : পরীক্ষা, উন্নতি এবং আশা ৯৯
উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ৯৯
নির্বাসন ১০৩
দুঃখের বছর ১০৫
তায়েফ, একজন গোলাম ১০৭
রাত্রিকালীন সফর ১০৯
নির্বাসনের দিকে ১১৫
অমুসলিমদের সাথে আচরণ ১১৮
হিজরতের অনুমতি ১২১

অষ্টম অধ্যায় : হিজরত ১২৩
আবু বকর রা.-এর সাথে ১২৩
মসজিদ ১২৬
নির্বাসন : অর্থ এবং শিক্ষা ১২৭
বসতি স্থাপন এবং চুক্তি ১৩২
ইহুদীদের সাথে আচরণ ১৩৪

মুনাফিকদের সাথে আচরণ ১৩৭
ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ১৩৮
নামাযের প্রতি আহবান : আযান ১৩৯

নবম অধ্যায় : মদীনায় জীবন এবং যুদ্ধ ১৪১
কুরাইশদের সঙ্গে সংঘাত ১৪২
অহী ১৪৪
কিবলা পরিবর্তন ১৪৬
একটি কাফেলা ১৪৮
পরামর্শ ১৪৯
বদরের যুদ্ধ ১৫২
মক্কা-মদীনায় প্রতিক্রিয়া ১৫৪
বনু কাইনুকা ১৫৭

দশম অধ্যায় : শিক্ষা এবং বিপর্যয় ১৬১
শিষ্টাচার, যত্ন এবং ভালোবাসা ১৬১
নাযরান খ্রিস্টানদের প্রতিনিধি দল ১৬৫
একজন মেয়ে, একজন স্ত্রী ১৬৯
উহুদ ১৭৬
সাময়িক বিপর্যয়, একটি আদর্শ ১৮২

একাদশ অধ্যায় : চক্রান্ত এবং বিশ্বাসঘাতকতা ১৮৫
বনু নাযির ১৮৫
অপূর্ব এবং ব্যতিক্রম আচরণ ১৮৯
মৈত্রিচুক্তি ১৯৫
পরীখা ১৯৮
অবরোধ ১৯৯
একটি কৌশল ২০৩
বনু কুরাইযা ২০৬
যায়নাব রা. এবং আবুল আস রা. ২০৯

দ্বাদশ অধ্যায় : একটি স্বপ্ন, শান্তি ২১২
একটি স্বপ্ন ২১২
আলোচনা ২১৫

বাইআতুর রিদওয়ান ২১৭
হুদাইবিয়ার সন্ধি ২১৯
আধ্যাত্মিকতা এবং বিজয় অনুধাবন ২২২
সন্ধির বাস্তবায়ন ২২৫
বিভিন্ন দেশের শাসকদের প্রতি ২২৭
খায়বার অভিযান ২২৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় : ঘরে ফেরা ২৩২
উসামা ইবনে যায়েদ রা. ২৩২
মারিয়াহ রা. ২৩৬
উমরা ২৩৯
মূতার অভিযান ২৪১
হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি লঙ্ঘন ২৪৫
ফিরে আসা ২৪৯

চতুর্দশ অধ্যায় : নিজ বাড়িতে, এই তো সেখানে ২৫৪
হুনাইন যুদ্ধ ২৫৫
যুদ্ধের গনীমতের মাল ২৫৭
তাবুক ২৬৩
প্রতিনিধি দল ২৬৭
ইবরাহীম রা. ২৬৯
ক্ষমা এবং আন্তরিকতা ২৭১
বিদায় হজ ২৭৫

পঞ্চদশ অধ্যায় : দায়মুক্তি ২৭৯
একটি অভিযান এবং তার প্রকৃতি ২৮০
অসুস্থতা ২৮৭
বিদায় ২৯০
শূন্যতা ২৯৪

ইতিহাসে চিরভাস্বর ২৯৭
একটি আদর্শ, একজন পথপ্রদর্শক ২৯৭
মুক্তি এবং ভালোবাসা ৩০১

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উষালগ্নে যখন এই বইটি লেখা হয়েছে, তখন চারিদিকে ছিল নিস্তব্ধতা, গভীর নিঃসঙ্গতা এবং স্থান-কালের উর্ধ্বে অন্তরের দিকে নিবিষ্ট এক সফরের অভিজ্ঞতা যাতে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এবং পরিপূর্ণ বোধের জিজ্ঞাসা পরিব্যাপ্ত ছিল। সময়ের ব্যাপ্তিতে জুড়ে ছিল কখনো নীরব ক্রন্দন, কখনো গভীর ধ্যানমগ্নতা এবং কখনো ভঙ্গুর হৃদয়ের অসহায় আত্মসমর্পণ। আমার এর প্রয়োজন ছিল।

যতই সময় গড়িয়েছে, এই কাজ শেষ করতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের তালিকা দীর্ঘতর হয়েছে। আমি প্রায় নিশ্চিত, এই মূল্যবান নামগুলোর মধ্যে অনেক নামই আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবে, যদিও এটা কোনোভাবেই তাদের উপস্থিতি এবং ভূমিকাকে কমিয়ে দেবে না। আবার অনেকে স্বেচ্ছায় বা অন্য কোনো কারণে নাম গোপন রাখতে চেয়েছেন; আমি তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানি এবং আমি আমার অন্তর থেকে তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞচিত্তে শুকরিয়া জানাই।

আমি প্রথমেই ফারিস কারমানি এবং নিল ক্যামেরনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা দুবছর আগে একটি বৃটিশ টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য আমাকে *In the Footsteps of the Prophet Muhammad (pbuh)* নামে একটি চলচ্চিত্রের ধারাভাষ্য লেখার অনুরোধ করেছিল। রাজনৈতিক কারণে (দুটি আরব দেশের সরকার আমাকে তাদের দেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে) সেই কাজটি করা সম্ভব হয়নি। আমি তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু করার চিন্তা করি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী লিখে ফেলি যেখানে তার জীবনের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা ও শিক্ষার সমকালীন প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমার পরিচিত অনেক বন্ধু-বান্ধব আমাকে এ কাজে উৎসাহ জুগিয়েছে। আমি ইমান, মারইয়াম, সামি, মূসা এবং নাজমার কাছে তাদের নিরলস প্রেরণা ও সহযোগিতার জন্য ঋণী। ব্যক্তিগত আলোচনায় কিছু মৌলিক ধারণার (যা এখানে স্থান পেয়েছে) ব্যুৎপত্তি ঘটানোর জন্য আমি আমার মায়ের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী। আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (নিউইয়র্ক)-এর সিনথিয়া রেডকে সার্বক্ষণিক উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিশ্বস্ততা এবং বিনয়ী দৃষ্টির জন্য উষ্ণ অভিবাধন জানাতে চাই। তার অক্সফোর্ডভিত্তিক সহযোগীদের মধ্যেও আমি অনেক চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেয়েছি।

এই শিক্ষাবছরে আমার কাজে সঙ্গ দিয়েছেন লন্ডনভিত্তিক লোকাহি ফাউন্ডেশনের জিয়েন গ্রিফিথ ডিকন্সন এবং ভিকি মুহাম্মাদ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সেইন্ট

এন্টনিস কলেজের ওয়াল্টার আরমব্রাস্ট ও ইউজেন রোগ্যান (মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্র) এবং টিমথি গারটন অ্যাস ও কালিমপসো নিকোলেইডিস (ইউরোপিয়ান স্টাডিজ সেন্টার) সর্বোচ্চ একাডেমিক সাহায্য এবং বন্ধুত্ব দিয়ে আমার কাজকে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। আমি একাজে সহযোগিতার জন্য পলি ফ্রিডহফাক (যিনি ইতিমধ্যে পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন)-কে স্মরণ করছি। সারাক্ষণ পাশে থেকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য ফ্রাঙ্কা পটস এবং কলেটি ক্যাফ্রিকেও ধন্যবাদ। তাদের সবাইকে এবং সেই সব নারী এবং পুরুষ যারা আমাকে ঘিরে রেখেছিল তাদের প্রজ্ঞা এবং অপ্রতিরোধ্য সাহায্য দিয়ে, আমি এখানে তাদের প্রতি গভীরতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ কাজে আমার ইউরোপীয় অফিস পরিচালনায় দক্ষ সহকারী ইয়াসমিন ভিকের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কানাডায় সেলিনা মেরানিও এ কাজে আন্তরিকতার সাথে একাকী কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। আমেরিকা- কেন্দ্রিক সহকারী মুনা আলী বিশ্বস্ততা এবং গুরুত্বের সাথে অনবরত আমার লেখা পড়েছেন, মন্তব্য করেছেন এবং বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। ক্লদি দাব্বাক এই বইটি অনুবাদ করেছেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জ্ঞানগর্ভ সংশোধনে কার্পণ্য করেননি। ভ্রাতৃসুলভ, কাঙ্ক্ষিত এবং নিবেদিত এই দলের সাহায্য ছাড়া এই বই শেষ করা সম্ভব হতো না। আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সাথে এই সফরে থাকার জন্য এবং সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সেই মহান সত্তার অনুগ্রহে একসাথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য।

আমার শেষ কৃতজ্ঞতা এবং শেষ দুআ সেই একক সত্তার প্রতি, যিনি সবচেয়ে নিকটবর্তী মহান প্রতিপালক আল্লাহ—তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই জীবনী গ্রহণ ও কবুল করেন, এর সম্ভাব্য ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করেন যা শুধুমাত্র আমার কারণেই হয়েছে এবং তিনি যেন এটাকে মানব সমাজের জন্য উপলব্ধি ও আত্ম-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক করে দেন: আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অনুপ্রেরণায় নিজের সাথে এবং অন্যদের সাথেও। আমি প্রতিদিনই শিখি যে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণতা অস্বীকার করে বিনয়ী হওয়া যায় না।

আমার নিজের জন্য এই বই একটি অনুপ্রেরণা। আমি পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট দুআ করি, তিনি যেন এই বই অন্যদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস বানিয়ে দেন। নিজের আভ্যন্তরীণ অন্যায় ও পাপাচার থেকে বাঁচার জন্য নির্বাসনের পথ বড় দীর্ঘ।

তারিক রমাদান | লন্ডন, মে ২০০৬

ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীগ্রন্থ অনেক লেখা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের একেবারে শুরুর দিক থেকে (যেমন, ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশাম) বর্তমানের অনেক বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম পর্যন্ত, সময়ের পরিক্রমায় আরও অনেক নামী-দামি আলেমগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। তাতে মনে হয় তার জীবনের সবকিছুই বার বার বলা হয়েছে এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলো ইতিমধ্যে পুরোনো হয়ে গেছে। সুতরাং এর মধ্যে আমরা আবার নতুন করে এ উদ্যোগ কেন নিতে যাচ্ছি?

বক্ষ্যমাণ জীবনীটি কালজয়ী গ্রন্থসমূহের সাথে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে লেখা নয় (বরং, সেগুলোই এ বই লেখার উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে), নতুন কোনো তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থাপনও নয়, অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের কোনো বিষয়বস্তুর অবাক করা কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করাও উদ্দেশ্য নয়। এ বইয়ের আলোচনা ও বক্তব্যের উদ্দেশ্য অনেক সহজ-সরল, যদিও তা অর্জন সহজ-সাধ্য নয়।

পূর্বের যুগের মতোই আধুনিক মুসলিমদের জীবন ও আচরণেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। তাদের মতে তিনি সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন অহীর মাধ্যমে লাভ করেছেন এবং এর শিক্ষাকে প্রচার করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে তার একক মর্যাদা ও সম্মানের কথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কুরআনে বারবার উল্লেখিত হয়েছে—তিনি একজন নবী, বার্তাবাহক, অনুসরণীয় আদর্শ এবং একজন পথপ্রদর্শক। তিনি আমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ, তবে তিনি তার অনুপম শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে ওহী লাভ করেছেন এবং এ ওহীর আলোতে দুনিয়াকে আলোকিত করতে চেয়েছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট এক সত্তা যিনি মানবিক সব গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আর এজন্যই তিনি ঈমানদারদের জন্য হেদায়েতের পথপ্রদর্শক।

মুসলিমরা আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মধ্যস্থতাকারী মনে করে না। প্রত্যেকেই আল্লাহকে সরাসরি ডাকতে পারে এবং

যদিও তিনি অনেক সময় তার উম্মতের পক্ষে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেছেন, কিন্তু তিনি সবসময় সবাইকে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এক আল্লাহর অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: তিনি আল্লাহর জ্ঞানের দিকে আহবান করেছেন এবং তাদের জন্য আত্মিক পথকে উন্মোচিত করেছেন যার মাধ্যমে তিনি তার সাহাবী ও উম্মতকে এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন যে, তারা যেন তার প্রতি ভালোবাসা এবং সম্মানকে এক আল্লাহর ইবাদতে প্রয়োগ করে এবং সেই একক সত্তা—যাকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং তিনিও কাউকে জন্ম দেননি—তার প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা ও সম্মান নিবেদন করে সাহায্য কামনা করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যারা তার কাছে অলৌকিক কিছু আশা করত অথবা নবুওয়াতের বাস্তবভিত্তিক কোনো দলীল চাইত, তাদের জন্য আল্লাহ তাকে বলতে বলেন, 'আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ (উপাস্য)।'[২] একইভাবে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ অহী নাযিল করেছেন যে, এই রাসূল—যাকে আল্লাহ নির্বাচিত করেছেন—তিনি মানুষের ঊর্ধ্বে কোনো ভিন্ন সত্তা নন, 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।'[৩] এই দুটি দিক—মানবিক গুণাবলী এবং রাসূল হিসেবে আদর্শ—আমাদের আলোচ্য জীবনীগ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা, বিশাল প্রাপ্তিসমূহ কিংবা প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহের বিবরণসমৃদ্ধ কোনো গ্রন্থ নয়। চিরায়ত জীবনীগ্রন্থসমূহে এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে এবং আমরা দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে কেবল ঘটনার বিবরণই যথেষ্ট নয়। এজন্য আমাদের চেষ্টা হচ্ছে, তার জীবনের ঘটনাসমূহ, বিভিন্ন পরিস্থিতি, আচরণ অথবা কথায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তা কি শিক্ষা দেয়, তা পর্যালোচনা করা। উম্মুল মু'মিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে যখন

[২] দেখুন সূরা কাহাফ ১৮ : ১১০।
[৩] দেখুন সূরা আহযাব ৩৩ : ২১।

শিক্ষা পরিষ্কারভাবে সারা বিশ্বের এক বিলিয়নেরও বেশি মুসলমানের জন্য একটি চমৎকার অবলম্বন যাতে আখেরাতে সাফল্যের বিষয়গুলো ধারণ করা যায়। এই গ্রন্থ এজন্যই ইসলামের একটি জীবন্ত পরিচায়ক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন এবং বিনিময়ে কুরআন তাদেরকে শিখিয়েছে, 'বলুন (হে মুহাম্মাদ): যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।'[৪] তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোতভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন, তার প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল যা ছিল প্রকারান্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। এ ভালোবাসা হৃদয়ের এত গভীরে প্রোথিত ছিল যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর শুনলেন, তখন তিনি সবাইকে এই বলে হুমকি দিলেন যে, যে কেউ বলবে রাসূল মারা গেছেন, তিনি তাকে হত্যা করবেন; তাকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি আবার ফিরে আসবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাহাবী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে শান্ত হতে বললেন এবং মিম্বরে বসে ঘোষণা দিলেন, 'হে জনমণ্ডলী, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর।'[৫] তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বৈ আর কিছুই নন। তার পূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা ইসলাম থেকে ফিরে যাবে? যে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কৃতজ্ঞ লোকদের আল্লাহ যথোচিত পুরস্কার দিবেন।'[৬] এ কথাগুলো প্রবলভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীমিত জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে মুসলিমরা তার প্রতি যে অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সম্মান লালন করে আসছে, কোনোভাবেই তার অসীমতাকে সীমায়িত করে না।

[৪] দেখুন সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ৩১।
[৫] ইবনে হিশাম, *আস-সিরাহ আন-নবুওওয়াহ* (বৈরুত, দার আল-যিল), ৬ / ৭৫-৭৬।
[৬] দেখুন সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৪৪।

এ ভালোবাসার প্রকাশ হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকে সারাক্ষণ ধারণ করা, তার জন্য অনবরত দরূদ পড়া এবং দৈনন্দিন জীবনে সব জাগতিক ও আত্মিক ব্যাপারে তার শিক্ষা অনুসরণ করা। বক্ষ্যমাণ জীবনী-গ্রন্থটিতে ভালোবাসা এবং জ্ঞান দিয়ে এ আর্জি পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন এমন একটি আধ্যাত্মিকতার দিকে আহবান, যা জাগতিক কোনো কিছুকেই এড়িয়ে যায় না এবং আমাদেরকে সব কাজ-কর্মে, বিপদ-আপদে, কষ্টকর পরিস্থিতিতে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত জিজ্ঞাসার জবাবে—পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব এবং মূল গন্তব্যের ব্যাপারে যে জিজ্ঞাসা—এই শিক্ষা দেয় যে, এসব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধানের পরিবর্তে অন্তরের উপলব্ধিতে চৈতন্য জাগিয়ে তুলেছেন। দ্বীন ও দুনিয়ার আসল হেকমত উদ্ভাসিত করেছেন। সাধারণভাবে গভীর অনুভূতি থেকে বলা যায়, যে ভালোবাসতে পারে না, সে বুঝতেও পারে না।

বৃষ্টিকে ভালোবাসলে রহমত ছুঁয়ে দেখা যায়,
মানুষকে ভালোবাসলে রহমত ঘিরে থাকে,
অন্তর তখনো থাকে খাঁ খাঁ রৌদ্দুর...
রাসূলকে ভালোবাসতে পারলেই কেবল অন্তর রহমতে সিক্ত হয়ে ওঠে।
অবিরাম এরকম সিক্ত হয়ে হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাই সাফল্য।

প্রথম অধ্যায়

ঐশী প্রেরণা

ইসলামের একত্ববাদের শিক্ষা সব যুগেই নবী-রাসূলদের মাধ্যমে অব্যাহত ছিল। শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা আল্লাহর বার্তাবাহক ছিলেন। তারা মানুষকে এক আল্লাহর অস্তিত্বের কথা, তার প্রেরিত আদেশ-নিষেধ, তার প্রতি ভালোবাসা এবং আশার কথা জানিয়েছেন। সর্বপ্রথম নবী আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত অনেক নবী-রাসূল এসেছেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত অনেকের কথা আমরা জানি (যেমন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম ইত্যাদি), আবার অনেকের কথা আমরা জানি না। আল্লাহ সবসময়ই বিদ্যমান। সৃষ্টির শুরু থেকে আমাদের শেষ গন্তব্য পর্যন্ত তিনিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক—এটাই তাওহীদ। কুরআনে মানবজাতি তথা প্রতিটি মানুষকে লক্ষ্য করে তার শেষ পরিণতি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।'[৭]

সম্ভ্রান্ত এক বংশ, পবিত্র এক স্থান

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, কুরআনের মধ্যেই অনবরত এবং অবিচলভাবে সত্যিকার একত্ববাদী ধর্ম ইসলামের প্রচার-প্রসারের সংযোগ স্থাপনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সম্পর্ককে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধর্ম মানুষের মধ্যে ঐশী নির্দেশের প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ এবং তার শান্তির প্রত্যাশায় আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তিত্বের ধারা বহন করে চলছে। ইসলাম শব্দের অর্থ এটাই। তবে অনেক সময় এর তরজমা করা হয় 'আত্মসমর্পণ'। কিন্তু এর মূলত

[৭] দেখুন সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৬

দুটি অর্থ রয়েছে; 'শান্তি' এবং 'পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ'। সুতরাং মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যে সব যুগে, এমনকি সর্বশেষ কিতাব নাযিল হওয়ার আগেও, সর্বান্তকরণে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে শান্তির আশা করে। এ বিবেচনায় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মুসলমানিত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন,

هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা স্বাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে। (সূরা হজ, ২২ : ৭৮)

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সনদ প্রাপ্তির সাথে আরও কতগুলো কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলদের মধ্যে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। কুরআনের মতো বাইবেলেও তার ঘটনা আলোচিত হয়েছে। সেখানে তার দাসী হাজেরার গর্ভে বৃদ্ধ বয়সে তার ছেলে ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্মের কথা বিবৃত হয়েছে।[৮] ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রথম স্ত্রী সারাহর গর্ভে ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। বিবি সারাহই ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার দাসী এবং সন্তানকে দূরে পাঠিয়ে দিতে বলেন।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হাজেরা এবং ছেলে ইসমাইল আলাইহিস সালামকে দূরে আরব মরুভূমির এক উপত্যকা বাক্কায় (বর্তমানে মক্কা) নিয়ে গেলেন। জেনেসিসেও ইসলামের বর্ণনার মতো ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং হাজেরার মধ্যে কথোপকথন, প্রশ্ন, দুর্ভোগ এবং দুআসমূহের কথা বলা হয়েছে যারা পৃথক হতে এবং কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুসলিম এবং ইহুদী-খ্রিস্টান উভয় ধর্মেই এ পিতা-মাতা এবং সন্তানের একনিষ্ঠ এবং গভীর প্রত্যয়ের

[৮] জেনেসিস, ১৫ : ৫ (রিভাইসড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন)।

[৯] জেনেসিস, ১৭ : ২০।
[১০] জেনেসিস, ২১ : ১৭-১৯।

সালাম একজন ছেলে সন্তান লাভ করেছিলেন। তখন এ ছেলের সাথে পৃথক হওয়ার মতো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। তাদেরকে এমন প্রান্তরে ফেলে আসতে হলো যেখানে তারা মৃত্যুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। আল্লাহর প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল: তিনি আল্লাহর নির্দেশ শুনেছিলেন—হাজেরাও শুনেছিলেন—এবং তিনি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর আদেশ কার্যকর করেছিলেন, কখনো আল্লাহর প্রতি প্রার্থনা বন্ধ করেননি এবং তার উপর নির্ভরতাও কমাননি। হাজেরা তাকে এরকম করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন, এটা আল্লাহর আদেশ, তিনি স্বেচ্ছায় তখনই এ আদেশের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্বাস করলেন এবং তারপর তা গ্রহণ করলেন এবং এভাবে তিনি আল্লাহর আদেশকে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেওয়ার এক পরম দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন: মনে প্রশ্ন উদিত হওয়া, নিজ জ্ঞানে সেটাকে বুঝতে সক্ষম হওয়া এবং অন্তর দিয়ে তা স্বীকার করা।

আল্লাহ বলেন—'সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহীম তাকে বলল: বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বলল, পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করল। তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু দিলাম। আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।' (দেখুন সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১০১-১০৯)

পরীক্ষাটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ: আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ঈমানের কারণে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার পিতৃত্বের ভালোবাসা ত্যাগ করে নিজের ছেলেকে কুরবানি দিতে হবে। ঈমানের পরীক্ষাকে এখানে দ্বিমুখী ভালোবাসার টানাপোড়নের মধ্যে ফেলা হয়েছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাইলকে বিশ্বাস করে মনের কথা বললেন—ইসমাইল তার নিজের ছেলে, কুরবানির বস্তু। ছেলের কথায় ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়,

'হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।' কয়েক বছর আগে তার স্ত্রী হাজেরাকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল, তাতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ভিন্ন নিদর্শন লাভ করেছিলেন এবং তা তাকে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করেছিল। পরীক্ষার কঠিন মুহূর্তে এসব নিদর্শনে ঐশী শক্তির উপস্থিতি মূর্ত হয়ে ওঠে যা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তার উপর নির্ভরতাকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করে। যখন আল্লাহ তার রাসূলকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন, তখন বিভিন্ন নিদর্শন দান করেন যাতে তার উপস্থিতি এবং অবধারিত সাহায্য (তার স্ত্রী অথবা ছেলের নিবেদিত উক্তি, একটি লক্ষ্য, একটি স্বপ্ন, উৎসাহ ইত্যাদি) প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ঈমান শিখিয়েছেন: তার মনে নিজের আত্মবিশ্বাস ও ঈমানের দৃঢ়তা নিয়ে সন্দেহ জেগে ওঠে, কিন্তু একই সময় এসব নিদর্শন তাকে আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখে। এতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্রষ্টার পরিচয় এবং তার প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন নিজের প্রতি গভীর সন্দেহের কারণে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তার ঈমান এবং যা কিছু শুনেছেন ও বুঝেছেন—তার সত্যতা, হাজেরা এবং ইসমাইল (যাকে তিনি ভালোবাসতেন, কিন্তু ঐশী ভালোবাসার কারণে কুরবানী করতে চেয়েছিলেন)-এর মধ্যে ঐশী প্রেরণা এবং নিশ্চয়তা তাকে স্রষ্টা, তার অস্তিত্ব ও মহানুভবতা সম্পর্কে সন্দিহান করতে পারেনি। নিজের ব্যাপারে সন্দেহ এভাবে তাকে স্রষ্টার প্রতি চরম বিশ্বস্ত করে তুলল।

মূলত, ইসলামের ইতিহাসে মুমিনের জন্য ঈমানের পরীক্ষা কখনো দুঃসহ হয়ে ওঠে না। এজন্য আত্মত্যাগ প্রসঙ্গে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনাটি কুরআনের বর্ণনা থেকে বাইবেলের বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে কেউ বাইবেল পড়ে দেখতে পারেন, সেখানে আছে :

> এসব ঘটনার পর পরমেশ্বর আবরাহামকে যাচাই করলেন। তিনি তাকে বললেন, আবরাহাম! তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি।' তিনি বলে চললেন, 'তোমার সন্তানকে, তোমার সেই একমাত্র সন্তানকে যাকে তুমি ভালোবাস, সেই আইযাককে নাও ও মোরিয়া দেশে যাও, আর সেখানে যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলব, তার উপর তাকে আত্মতিরূপে বলিদান কর।..' আবরাহাম আগুন ও খড়্গ হাতে নিলেন। পরে দুজন

> একসঙ্গে এগিয়ে গেলেন। এ কাজের জন্য কিছু কাঠ নিলেন এবং সেগুলো আইযাকের উপর বিছালেন। তিনি নিজে আগুন এবং ছুরি নিলেন। তারা একসঙ্গে চললেন। আইযাক তার পিতাকে বলল, 'হে পিতা! তিনি বললেন, 'এই যে আমি!' আইযাক বলল, 'আগুন ও কাঠ তো এখানে রয়েছে দেখছি, কিন্তু আত্মতির জন্য মেষশাবক কোথায়?' আবরাহাম বললেন, আত্মতির জন্য মেষশাবকের ব্যাপারে পরমেশ্বর নিজেই দেখবেন।' তাই একসঙ্গে আরও এগিয়ে চললেন।[১১]

ইবরাহীমকে অবশ্যই তার ছেলেকে কুরবানি দিতে হবে এবং এখানেই তিনি চরমভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হন। 'আগুন কুরবানির জন্য বকরী কোথায়?'—ছেলের এ সরাসরি প্রশ্নের বিপরীতে ইবরাহীম ঘুরিয়ে জবাব দেন। তিনি *একাই* আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন। এই দুটি বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য মনে হলেও এর মধ্যে বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি, ঈমানের পরীক্ষা এবং মানব জাতির সাথে আল্লাহর সম্পর্কে বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়েছে।

এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা

ঐশ্বরিক পরীক্ষায় মানুষের দুঃসহ নিঃসঙ্গতাকে পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনায় গ্রীক ট্রাজেডির সাথে তুলনা করা হয় (যেখানে মূল চরিত্র প্রমিথিউসের সাথে অলিম্পিয়ান দেবতাদের সংঘর্ষের বিবরণ রয়েছে)। অস্তিত্ববাদী[১২] এবং আধুনিক খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মধ্যে এ ধারণাই প্রসিদ্ধ—যেমনটি ড্যানিশ দার্শনিক কিয়র্কেগার্ডের লেখায় তা পাওয়া যায়। এই একান্ত বিশ্বাসের ফলে বারবার দুঃসহ পরীক্ষায় উপনীত হওয়ার বিষয়টি পাশ্চাত্যের ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনে সন্দেহ, বিদ্রোহ, অপরাধ এবং ক্ষমার অনুভূতির সঙ্গে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। সঙ্গতকারণেই তা ধর্মপ্রচারে বিশ্বাস, পরীক্ষা এবং ভুল-ভ্রান্তিকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলে।

এ সত্ত্বেও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান বাহ্যিক সাদৃশ্যের ব্যাপারে ব্যক্তিকে অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত। বস্তুত, নবীদের গল্প এবং বিশেষ করে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনীগুলো বাহ্যিকভাবে ইহুদী, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মগ্রন্থে একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়,

[১১] জেনেসিস ২২ : ১-২ এবং ৭-৮।

[১২] অস্তিত্ববাদীদের মতে, নির্লিপ্ত ও প্রতিকূল বিশ্বে মানুষ এক অনন্য নিঃসঙ্গ প্রাণী, যে নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং নিজ নিয়তি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন। (নাউযুবিল্লাহ)।

তাহলে দেখা যাবে আসলে বিষয়বস্তু এক নয় এবং এগুলো একই সত্য প্রকাশ করে না অথবা একই শিক্ষা দেয় না। এজন্য যে কেউ ইসলামের বিশাল জগতে প্রবেশ করবে এবং ইসলামের সত্য ও এর শিক্ষাকে অন্বেষণে চেষ্টা-সাধনা করবে, তার উচিত বিবেক এবং শিক্ষণবিজ্ঞানসংক্রান্ত চেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত বিশ্বাস, পরীক্ষা, ভুল-ভ্রান্তি এবং অস্তিত্বের কঠিন অবস্থানের মধ্যকার সম্পর্ককে দূরে নিক্ষেপ করা।

কুরআনে নবীদের গল্প বর্ণিত হয়েছে। এ গল্প এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা মুসলিমদের অন্তরে নিদর্শন ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় এক সীমাতিক্রমী সম্পর্ককে অনবরত স্থায়ীত্বের দিকে নিয়ে যায় এবং বাস্তবিকভাবেই তা একক সত্তা আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে জুড়ে দেয়। কুরআনে কি চমৎকারভাবেই না বলা হয়েছে, 'আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি।'[১৩] সব নবীরাই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো ঈমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সবাইকে একইভাবে আল্লাহ তাআলা নিদর্শন এবং অহী দ্বারা তাদের নফস এবং সংশয় থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের কষ্টভোগ করা দ্বারা এটা বোঝা যায় না যে, তারা কোনো ভুলের প্রতিদান পেয়েছেন অথবা এটা তাদের অস্তিত্বের দুঃসহ করুণ পরিণতিও প্রকাশ করে না। সহজভাবে এটা তাদেরকে মহান প্রতিপালকের প্রতি আরও বিনয়ী করে তোলে এবং ঈমানকে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এটা একটা স্বাভাবিক পর্যায় হিসেবেই স্বীকৃত।

যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ইসলামের মূল বার্তার বাস্তব প্রতিবিম্ব, এজন্য সঙ্গত কারণেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন অধ্যয়ন ইসলামের আত্মিক জগতে বিচরণের সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি হচ্ছে, মানুষের উচিত নিজের অস্তিত্বের বহুমাত্রিক কষ্টক্লেশকে অতিক্রম করে ঈমানের ডাকে সাড়া দেওয়া, জাগতিক সব পরীক্ষায় এবং দুর্ভোগে এক আল্লাহর কাছে শান্তির জন্য প্রার্থনা করা।

[১৩] দেখুন সূরা বাকারা ২ : ১৮৬।